দর্শনায় বিএনপির ৮ নেতাকর্মী আটক

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে বহুল আলোচিত নাসিম সহ বিএনপির ৮ সক্রিয় নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে দর্শনা থানাধীন এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করে।

আটককৃত আসামীরা হলেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার মেমনগর গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ন আহব্বায়ক ও দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য এবং দর্শনা সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক ক্রীয়া সম্পাদক লুৎফর রহমান (৫১), দর্শনা মোবারকপাড়ার নজির আহম্মেদের ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য এবং তথ্য সরবরাহকারী নাসিম আহম্মেদ (৪০), দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য আমজাদ হোসেন (৫০), দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত তাঁরা চাঁদ মন্ডলের ছেলে পৌর যুবদলের আহব্বায়ক কমিটির সদস্য ইস্রাফিল হোসেন (৪৬), বলদিয়া গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য আব্দুল মোতালেব (৪৮), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের মৃত আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে ৫নং বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির ৩নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারী ইস্রাফিল (৫৯), একই গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য মোজাম্মেল হোসেন (৩৫), হিজলগাড়ি গ্রামের হাজী মীর লিয়াকত আলীর ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য মানিক মিয়াকে
(৪২) দর্শনা থানা পুলিশ তাদের নিজ,নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেন। তাদের বিরুদ্ধে থানার ১৫(৩)/২৫ডি বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪; তৎসহ ৪/৬ বিস্ফোরক পদার্থ আইন ১৯০৮ ধারার সন্ধিগ্ধ আসামী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। যার মামলা নং-২৫।

ঝিনাইদহে বিএনপির পদযাত্রা

অনুষ্ঠিত

বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও একাধিকবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবীতে ঝিনাইদহে বিএনপি’র পদযাত্রা কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এম মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, এখন বিএনপির একটিই দাবি, সরকারের পদত্যাগ ও বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দিয়ে সুচিকিৎসা প্রদান করা। খালেদা জিয়ার মুক্তি না দিলে সেপ্টেম্বর মাস থেকে তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারকে ক্ষমতার মসনদ থেকে নামানো হবে।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারপত্র বিতরণ

বেগম জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে প্রচার পত্র বিতরন করা হয়েছে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবীতে আজ বৃহস্পতিবার (১৭ আগস্ট) সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহরে প্রচার পত্র বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, বিএনপি নেতা আলিফ আরাফাত, আব্দুস সামাদ, কামরুজ্জামান বাবু, সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর সুজন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি প্রমূখ।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানের রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বিকালে মেহেরপুর শহরের কাথুলী সড়ক থেকে শুরু হয়ে বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা রেজাউল ইসলাম, আব্দুল আওয়াল, সাহাবদ্দিন, আসাদুজ্জামান বাবলুসহ বিএনপির শত শত নেতাকর্মী অংশ নেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ

গত ২৯ শে জুলাই ঢাকার প্রবেশপথে বিএনপি ঘোষিত শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমণ, হামলা, নির্যাতন ও গণ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুরে জেলা

বিএনপির জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এই জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন,আব্দুর রহমান, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, ‘এমপিত্ব চাইনা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাই। এমপি, মন্ত্রী অনেক হয়েছে। এখন সময় এসেছে বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দের এক হওয়ার। আমি আহবান জানাই বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক হয়ে রাজপথে নামবে।’

ক্ষমতাসীন দলকে উদ্দেশ্য করে মাসুদ অরুন আরো বলেন বলেন, ‘আপনাদের ডিএসবি, এনএসআই, গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন দিনের আলোয় ভোট হলে আওয়ামী লীগ শতকরা ১০% ভোটও পাবে না। আজকের এই সমাবেশে আমি আপনাদের ভয় দেখাতে চাই না, কারণ আমি জানি প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। আমরা শুধু বলতে চাই ঘরে বসে কমিশনের টাকা খেয়ে যারা বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন যদি রাস্তায় নামতে বাধ্য করেন, যদি হাজার হাজার মানুষ নিয়ে রাস্তায় নামি, যারা আমার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন, ষড়যন্ত্র করছেন লুটপাট করেছেন, আমি বলছি তাদের সকলের বাড়ি ঘর ঘেরাও করে সকল অপরাধের হিসাব নেব। আমাদের সকল নেতা আজকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি, প্রতিদিন আমাদের ঐক্য বাড়ছে, আর আপনারা হালুয়া রুটি ভাগ করতে যেয়ে দলকে সাত ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন।’

ঝিনাইদহে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচী পালিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগসহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবীতে ঝিনাইদহে বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর আলোকে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামান থেকে এই পদযাত্রা শুরু করে। এতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ছাড়াও ৬ উপজেলা থেকে আসা কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেয়। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আরাপপুরে গিয়ে শেষ হয়।

পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা এবং বিভিন্ন উপজেলা বিএনপির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, বর্তমান আওয়ামী সরকারকে অবৈধ দাবী করে দ্রুত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান।

মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

এক দফা দাবি আদায়ে বিএনপির পদযাত্রা মেহেরপুর শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। বুধবার (১৯ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এই পদযাত্রা কর্মসূচি শুরু হয়।

পদযাত্রা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

এদিকে কর্মসূচি সফল করতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নানা বয়সী মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।

পদযাত্রাটি বিটিসি থেকে শুরু হয়ে মেহেরপুর কলেজ মোড়, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, হোটেল বাজার, বড় বাজার, কাথুলি মোড় থেকে ছহি উদ্দীন ডিগ্রী কলেজে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে, বুধবার (১৯ জুলাই) সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিটিসি’র সামনে গিয়ে অবস্থান নেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা। তাদের সবার হাতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন দেখা গেছে। অনেকেই ধানের ছড়া হাতে পদযাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

এদিকে বিএনপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দেখা গেছে। পোশাকে, সাদা পোশকে নজরদারি করছেন পুলিশের গোয়েন্দা সদস্যরা।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় শহরের কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির আয়োজনে শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ বলেন, সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইভিএম, ব্যালট বুঝিনা। অনতিবিলম্বে সরকারের পদত্যাগের

মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ববধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চায় আমরা।

এসময় বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা আলোচনা সভা ও দোয়া মাহাফিল কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা আটক/৬টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রদল নেতা নাহিদ মাহবুব সানি (৩০) ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা তারেক হোসেন ওরফে কালুকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬ টি ককটেল উদ্ধার করেছে বলে দাবী পুলিশের।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শহরের শেখপাড়ার একটি পরিত্যক্ত চায়ের দোকানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে সদর থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ৪ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখপাড়া এলাকার মোতালেব হোসেনের ছেলে মো: তারেক হোসেন ওরফে কালু ও শহরের বড়বাজার এলাকার মৃত সাইদ মাহবুব জামানের ছেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি।

পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় শেখপাড়া পরিত্যাক্ত একটি চায়ের দোকানের সামনে বিএনপির ১০থেকে ১২ জন লোক নাশকতার উদ্দ্শে্যে সরকার বিরোধী মিটিং করছিল। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কেএম রেজাউল করিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেলগুলো ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে গেলেও দুই জন আটক হন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নাশকতার অভিযোগে সন্ত্রাস দমণ আইনে ৬ জন এজাহার নামীয় ও

অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, মিথ্যা ও সাজানো মামলায় বিরোধীদের দমন পিড়নে ব্যস্ত পুলিশ। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েঅনতিবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন তিনি।

মেহেরপুর বিএনপির রাজনৈতিক হালচাল

বিএনপির প্রথম এবং শেষ ভাবনা সরকারের পদত্যাগ, অবৈধ সংসদ বাতিল এবং জনগণের আকাংখা দল নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে জাতীয় নির্বাচন। মানুষের ভাত ও ভোটের রাজনীতি করছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। এমন কথা জানালেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির অপর অংশের নেতা জেলা বিএনপির আলমগীর খান ছাতু বলেন, “মাসুদ অরুন, আমজাদ, আমজাদ ও মাসুদ অরুন” এই দু ব্যক্তিই মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিগত ত্রিশ বছর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করে আছেন। এই দুজনের বাইরে কখনো কেউ পদে আসতে পারেনি। এছাড়া শেষ কমিটির বয়স ১০ বছর হলেও এখন পর্যন্ত এই কমিটি ◌্একটি পরিচিত সভাও করতে পারেনি। তাছাড়া আমরা সংস্কার পন্থিদের বাদ দিয়েই বিএনপির রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে চাই।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির রাজনীতি নিয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ নানা কথা তুলে ধরেছেন। বিএনপির বিভিন্ন স্তুরের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য নিয়েই আজকের আয়োজন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, আমার সাথে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ আহম্মেদ, যুগ্ম সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী

মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি হুজাইফা ডিক্লার, জিয়া মঞ্চের জেলা আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনসহ ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী তাদের সাথে রয়েছে বলে দাবী করেন তিনি।

বিএনপির পেশাজীবি সংগঠন “শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের’ ভারপ্রাপ্ত মহামসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন বলেন, জেলা বিএনপির মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা আছে। তবে, সংকটকালীন সময়ে বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক সাথে কাজ করেন।

জেলা বিএনপির অফিস কেন্দ্রীক রাজনৈতিক কর্মসূটি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান ফ্যাসিষ্ট সরকারের আমলে কোনো কর্মসূচি পালনের জন্য অনুমতি নিতে গেলে তারা আমাদের অনুমতি দেয়না। বাধা দেয় সকল কর্মসূচিতে। তাই, আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। যেকোনো কর্মসূচিতে বাধা দেয়।

ভোটের আগে আপনাকে রাজনীতির মাঠে দেখা যায়, বাকী সময়গুলোতে আপনাকে পাওয়া যায়না প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে থাকার কারনে স্থানীয় রাজনীতিতে আমি সময় দিতে পারিনি। আমি বিএনপির কেন্দ্রীয় কোনো নেতা না হলেও বিএনপির পেশাজীবি সংগঠনের ব্যানারে সারা বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জাকির হোসেন বলেন, গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে আমার নিজস্ব কিছু দর্শন আছে। সেই দর্শনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরের মানুষের জীবন মানের প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হবে। যা অতিতে কেউ এটা করে উঠতে পারেনি।

মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির অংশ বিএনপির মুল আদর্শের সাথে নেই। যেই কারণে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জেলা বিএনপি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় যারা তৃণমুলের রাজনীতিতে আছেন তারা সব সময় একটা বেকায়দার মধ্যে থাকেন। বিএনপির সহযোগী সংগঠণ হিসেবে জিয়া মঞ্চের সাথে যারা রয়েছেন তারাও বিপদের মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় নেতারা আসলে সব কর্মসূচি এক সাথে করতে হয়। তখন তাদের নির্দেশেই মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, জেলা

সরকারি দল এবং প্রশাসন এই পার্ক ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ও স্থানীয় দাবি দাওয়া নিয়ে মেহেরপুরের বিএনপি প্রতিনিয়ত স্বোচ্চার। জনগণের কাঙ্খিত লক্ষ্য সামনে রেখে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকারসহ চাল, ডাল, তেল, চিনি বিদ্যুৎ, গ্যাসের লাগামহীন মুল্য বৃদ্ধির এবং একটি গণতান্ত্রিক রাস্ট্র নির্মাণের জন্যই আমরা লড়ে যাচ্ছি।

এ কারণে গত ১৫ বছরে আমাদের জেলায় ২৭ জন নেতা কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। শত শত বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, নির্যাতন ও বেআইনীভাবে গ্রেফতার হয়রানি ও কারা নির্যাতন করা হয়েছে। জনগণের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা হয়েছে।